“ইনশা-আল্লাহ, বাকী নামাযের পর কিতাবের তালিম হবেঃ আপনারা বসে যাবেন বহুত ফায়দা হবে।”

মুরাদ বিন আমজাদ

সম্মানিত মুসলিম ভাতৃমন্ডলি,

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন আমাদের আশেপাশের অনেক মসজিদে ফার্‌দ সলাতের জামাত শেষে একটি বিশেষ আওয়ায শুনতে পাই যা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বলে মনে হয়। তা হলঃ “বাকি নামাযের পরে বসে যাবেন, ইনশা- আল্লাহ কিতাবের তালিম হবে।” উলেণ্ঢখিত কাজের দায়িত্ব দিয়ে আলণ্ঢাহ তায়ালা নাবী (সা:) কে প্রেরণ করেছেন।(সুরা জুমুআহ ৬২:২ সুরা আহযাব ৩৩:৩৪) আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয়। আর নাবীর অবর্তমানে এ দায়ীত্ব নায়েবে নাবীর যথা আলীমগনের। তাদের এ হৃদয়গ্রাহী এলান শুনে মনে হয় এটা নাবীওয়ালা কাজ এবং তারাও দাবী করে তাই। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় এটা একটা প্রতারণা বৈ কিছু না; কারণ আলণ্ঢাহ্‌ তাঁর নাবীকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হল কিতাবও হিকমা যথা কুরআন সুন্নাহার তালিম করতে। এখানে কিতাব বলতে আলণ্ঢাহ্‌র সন্দেহ মুক্ত কিতাব বুঝায় (সুরা আল-বাক্বরাহ ২০:২) যা তিনি তার সর্বশেষ নাবীর উপর অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু তারা যে কিতাবের তালীম করে তা নবী (সা:) এর প্রতি নাযিলকৃত অহীর কিতাব নয়। বরং অঘোষিত নতুন নাবীর স্বপ্ন ধ্যানের অভিনব অহীর কিতাব। [টিকা: তাবলীগী নিসাবের লেখক মাওরানা যাকারিয়া বর্ণনা করেনঃ *ইলিয়াছ গঙ্গোহে অবস্থান কালে হযরত গঙ্গোহীর ইন্তিকালের পর কিছু কলের জন্য সম্পূর্ন নিরিবিলি জীবন বাছিয়া নেন। এমনকি*

দিনের পর দিন তাহার মূখ হইতে একটি কথাও বাহির হইত না। মাঝে মাঝে গভীর ধ্যানে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেন। গঙ্গোহে আমরা প্রাথমিক কিতাবাদি পড়িতাম। মাও: ইলিয়াছ আমাদিগতে ফারসি পহেলী পড়াইতেন। তিনি তখন অধিকাংশ সময় আব্দুল কুদ্দুছ গঙ্গোহীর মাযারের পাশে হাটু গাড়িয়া বসিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। **(মাওঃ ইলিয়াছ পৃঃ ১৯)**] হাজী আব্দুর রহমান সাহেব বর্ননা করেন, *হুমায়ুনের মোরাকাবর কাছে উত্তর দিকে আ: রহীম খান এবং হযরত সৈয়দ নুর মুহাম্মদ বাদায়ুনীর মাযারের মধ্যবর্তি যে স্থানটি হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়ার ইবাদাতগাহ বলিয়া খ্যাত , অধিকাংশ সময় মাও: ইলিয়াছ সেখানে নিরিবিলিতে গভীর ধ্যান মগ্ন হইয়া থাকিতেন। অনেক সময় দিপ্রহরের খানা সেখানেই দিয়া আসা হইত।* **(মাওঃ ইলিয়াছ ২৭ পৃঃ)** *হিজরী ১৩৪৪ সনের সওয়াল দ্বিতীয় হজ্জ শেষে মদীনায় (রসুলের কবরে ধ্যানরত অবস্থায়) মও: ইলিয়াছ এর মাঝে এক অভূতপূর্ব ভাবব্যাকুলতা দেখা দিলো । এদিকে সফর সংগীদের তখন যাত্রা প্রস্তুতি চলছে । কিন্তু কোন ভাবেই মদীনায় বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারছিলেননা। সঙ্গীগন বিষয়টি তাহার পীর খলীল আহমদ সাহারামপুরীর নিকট জান লেন । তিনি বললেন এখন তিনি এক বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাবে (ধ্যানে) আচ্ছান্ন ।* **মাওঃ ইলিয়াছ নিজেই বর্ণনা করেন যে, মদীনায় অবস্থানকালে আমার প্রতি এই কাজের নির্দেশ হয়। (গোপন অহীর দ্বারা) বলা হয় যে "আমি তোমার দ্বারা (ছয় উসুলের) এই কাজ করাইব" - মাওঃ ইলিয়াছ ৩৮ পৃধ ইলিয়াছ ও তার দ্বীনী দাওয়াত ৮৪ পৃঃ)** কথাটি কে বললো জিবরিল বললো না শাইতান বললো? এটা অহীউর রহমান না অহীউশাইতান বুঝার কোন উপায় আছে কি? অতপ:র মাও: ইলিয়াছ বলেন : এরপর কিছুদিন আমার দিন রাত অস্থিরতায় কাটলো যে, আমার মতো দুর্বল অধম কি কাজ করতে পারে? মারেফাতপ্রাপ্ত জনৈক বুজুর্গ ঘটনা শুনে অভয় দিয়ে বললেন, চিন্তার কি আছে আজ করার কথা তো বলা হয়নি; কাজ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং যিনি কাজ নেয়ার তিনি কাজ নিয়ে নিবেন । [প্রাগুক্ত ৩৮ পৃ: ৮৪ পৃ:] সম্মানিত মুসলিম ভাই প্রশ্ন হলো এই কাজ তাহলে কে নিবেন ? আলণ্ঢাহ ? রাসুল ? না শাইতান ? শেষের দুইজন তো ধরা যায় না, যদি বলা হয় আলণ্ঢাহ তাহলে তো প্রমানিত হয় নতুন নবীর নতুন অহীর কিতাব। এটা মুসলিম উম্মাহ মেনে নিলে ঈমান থাকবে কি? যার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহ কিছু থাকলেও তা অপব্যাখ্যায় ভরপুর - বিষয়ের বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুনঃ বান্দার লেখা 'সহীহ আক্বীদার মানদন্ডে তাবলীগী নিসাব' গ্রন্থটি। তাদের গ্রন্থটিকে (ফাযায়েলে আমাল) পূর্ব নাম তাবলীগী নিসাব তারা বলে অথচ এটা তাবলীগী নিসাব নয় বরং তাবলীগী নিসাব হল আল কুরআন। কুরআনুল কারীমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেন : এটা মানবজাতির তাবলীগী নিসাব। (সুরা ইব্রাহীম ১৪: ৫২)

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ

لِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা, যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনি একমাত্র ইলাহ্ এবং যাহাতে বোধশক্তি-সম্পন্নেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে বুঝে বা না বুঝে জুব্বা কুব্বা পরে চোখে সুরমা লাগিয়ে হাতে তাসবীহ নিয়ে নবীর সুরাতের বেশে দলেদলে মুবালেণ্ঢগ নামের পায়রার অত্যন্ত সন্তর্পনে সুকৌশলে আলণ্ঢাহ্র ঘরে ঢুকে কিতাবুলণ্ঢাহ্র তালীমকে বন্ধ ও বিদায় করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। কোন রোগীর সুস্থতার বা বেঁচে থাকার জন্য ডাক্তার অপারেশন অপরিহার্যতা নির্ধারণ করে দিল । কিন্তু সে কোন সার্জনের তালাশ / অনুসন্ধান না করে যদি কোন নাপিতের কাছে চলে যায়। আর সে তার অস্ত্র দ্বারা চিরে ফেড়ে ফেলে দেয়, তাহলে তার হালাক্কাতের /ধ্বংশের মধ্যে কোন সন্দেহ থাকেনা। ঠিক এমনই একটা অবস্থা আজ উম্মতে মুসলিমার । এই উম্মাহর নাজাতের জন্য আরশের মালিক স্বীয় কালাম আল-কুরআন অবর্তীন করেছেন। যে রাত্রে এই [কিতাব] কালামকে অবতীর্ণ করেছেন। সেটা রাতের সরদার । যে মাসে এসেছে সে মাস মাসের সরদার । যে রাসুলের (স:) উপর অবতীর্ণ হয়েছে তিনি রাসুলদের সরদার। কিন্তু আফসোস যে কুরআন আমাদের হিদায়াতের পথ দেখায় এবং আমাদের সম্পর্ক স্বীয় ইলাহার সঙ্গে করে, আমরা আলণ্ঢাহ্তা'লার সেই হিদায়াতওয়ালা কিতাব কে ছেড়ে , মানুষ্য রচিত কিতাবকে সিনার সঙ্গে লাগাচ্ছি । আর দু:খ লাগে ঐ সব উলামায়ে সূ-দের উপর যারা সাধারণ মানুষকে এই ধারণা দিয়েছে যে, কিতাবুলণ্ঢাহ্কে বুঝার জন্য ১৫ প্রকার ইল্মের প্রয়োজন। তা না হলে কুরআনের অন্তর্নিহিত রহস্য উদঘাটন সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সেহেতু কুরআন বুঝার আর দরকার নাই। এখন যা এই বুযুর্গ হযরতরা বলবেন আর লিখে দিবেন [ফাযায়েলে আমল] তাই বুঝতে হবে এবং তারই পঠন পাঠ করতে হবে। অর্থাৎ যাহা কিছু এই হযরতরা দিবেন তাই সিনার সঙ্গে লাগাও। যখন উম্মাহ কিতবুলণ্ঢাহ্কে ছেড়ে কখনও বেহেশতী যেওর ধরছে কখনও ফাজায়েলে আমল কে ধরছে । আবার কখনও মালফুজাত ইলিয়াছ আর মালফুজাত আহমদ রেজা খান কে ধরেছে, তার ফল কি হচ্ছে। এ উম্মাহ বিভ্রান্তীর দিকে যাচ্ছে। ফলে আলণ্ঢাহ্ তা'লা জিল্লাত ও লাঞ্ছনা এ উম্মাহর জন্য নিশ্চিত করে দিয়েছেন। যা আমরা বিশ্বময় দেখতে পাচ্ছি। এর কারণ [আনআম ৮২]ঃ

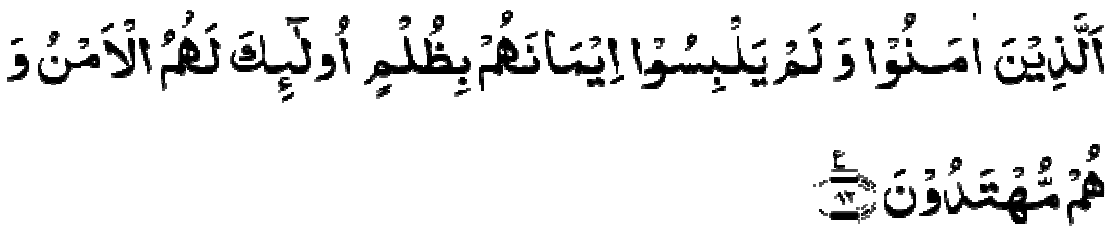

যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদেরই জন্য এবং তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।

যদি তোমরা হিদায়াত ও নিরাপত্তা পেতে চাও তাহলে এই কিতাবুলণ্ঢাহ্র শিখানো খালেছ/ নির্ভেজাল তাওহীদকে সিনার সঙ্গে লাগাও। আর শিরক থেকে বাচ, তাহলেই সরল পথ পাওয়া যাবে। কিন্তু দু:খ জনক হলেও সত্য যখন আমরা এই তাওহীদ দ্বীপ্ত কিতাবুলণ্ঢাহকে ছেড়ে অন্য কিতাব ধরেছি। আমাদের উপর হালাকাতের /ধ্বংশ দরজা উন্মুক্ত হয়েছে। সব থেকে বড় তাবহী ও বরবাদী এই উম্মাহর উপর নির্দিষ্ট হয়েছে তাবলীগী নিসাব বা ফাজায়ালে আমল এর কারনে। আল্লাহ তালার নির্ভেজাল তাওহীদ যা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর প্রিয়তম রসুল [স:] এর কখনও দন্ত মোবারক শহীদ হয়েছে, যার জন্য কখনও স: এর গলার মধ্যে কাপড় দিয়ে দম বন্ধ করা হয়েছে। যে তাওহীদকে প্রচার করেন গিয়ে তায়েফের জমনি নাবীর শরীর রক্ত রঞ্জিত হয়েছে মাথার রক্ত পা মোবারকে এসে জুতায় আটকে গেছে। ফেরশেতা এসে হুতিকে শেষ করতে চাইলে আলণ্ঢাহ্র নাবী নিষেধ করে বলেছেন, আমাকে এরা মেরেছে তবে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী এদের নছল থেকে যারা বের হবে তারা অবশ্যই লাইলাহ ..... স্বাক্ষ্য দিবে।

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতৃমন্ডলী

এই খালেস তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর জাত সিফাতের উপর মৌলভী ইলিয়াসের স্বপ্নের তাবলীগী নিসাব/ফাযায়েলে আমাল যে হামলা করেছে তা আমরা তাদের স্বপ্নের ধর্মের কিতাব থেকে দলীল ভিক্তিক দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

দিনুন্নুইয়া বা স্বপ্নের দ্বীন

স্বপ্নের দ্বীন সম্পর্কে জানার পূর্বে আমাদের উচিৎ আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের উৎস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। এ মর্মে আমরা সর্ব প্রথম দ্বীনের উৎস সম্পর্কে দলীল ভিক্তিক আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তায়ালা। ইসলামী শরিয়াহর এক নম্বার দলীল আল-কুরআনুল মাজীদ। এ সম্পর্কে গুটা মুসলিম উম্মাহর উলামা ও সাধারনের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। এ ছাড়া অধিকাংশ উলামায়ে কোরাম বিশ্বাস করেন ইসলামী শরিআতের আরো তিনটি উৎস আছে। এছাড়া ইসলামী শরিআতের আর কোন উৎস নেই। প্রথম উৎস আল-কোরআন, শরিআতের যে কোন মাসায়েল তা আক্বীদা বা আমলগত হোক তা নিতে হবে কুরআন থেকে। অত:পর নিতে হবে সাহেবে কিতাবের ব্যাখ্যা অর্থাৎ সহী সুন্নাহ, থেকে তা নিতে হবে তিন ভাবে। নাবী করেছেন নাবী বলেছেন নাবী সমর্থন করেছেন। যেমন 'দফ' গুইসাপ জাতীয় এক শ্রেণীর প্রাণী যা আরবগন খায়। রসুল [সাঃ] এর সামনে সাহাবাগন খচ্ছিলেন কিন্তু তিনি [সঃ] খান নাই তবে সাহাবাদের খাওয়ার অনুমোদন দিয়েছেন। অতএব এটা হল তৃতীয় প্রকার সুন্নাহ। অত:পর তৃতীয় প্রকার উৎস হল ইজমায়ে উম্মাত। এটা স্বীকার করেছে চার মাযহাবের সকল আয়িম্মায়েকেরাম ও তার অনুসারীরা। অর্থাৎ সাহাবা ও উম্মাহর আয়িম্মায়ে মুজতাহীদ উলামায়ে কিরামের ঐক্যমত। তার অর্থ এই নয় যে সকল শ্রেণীর লোকের মত গ্রহণ করা যাবে

জাহীল মুখের দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ নর নারী সকলের মত গ্রহণীয় নয় এর দ্বারা বুঝা যায় ইসলামে গণতান্ত্র নাই, আর এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় তা হল অন্ধ অনুসারীদের যখন বলা হয় কোন বিদআতী কম দেখে এটা করেছেন যা কুরআনে নাই হাদিসে নাই। তখন তারা হটদমি করে বলে কুরআনে হাদিসে নাই তাতে কি? ইজমা কিয়াসে তো আছে সত্য বলতে কি তারা ইজমা কিয়াস কি তাও জানে না। আমাদের দেশে যেমন অনেক হিন্দুকে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে না হিন্দু ধর্ম কি? অথচ তারা হিন্দু। ঠিক অনুরূপ আমাদের দেশের বিদাতিদের অবস্থা। মনে রাখতে হবে এমন কোন বিষয় ইজমা ইজমা হতে পারে না বা কুরআন বিরোধী। কুরআনেও নাই সুন্নাহতেও নাই এখন কোন বিষয় উম্মাহর উলামা মাশেয়েখগন ঐক্যমত করেছে জাতি সংঘের মত। তার কোন প্রমান নেই আর এটা সম্ভবও নয়। অতএব বোঝা গেল ইজমা হল তাই যে বিষয় কুরআন সুন্নাহতে আছে তাতে উম্মাতের উলামাদের মধ্যে মতানক্য নেই। তাকে ইজমা বলে। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ এ বিষয় চার আয়্যিমা অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা, শাফেই,মালেক, হাম্বল [র:] সহ তাদের সকল অনুশারী উলামাগন এ বিষয়ে একমত। উল্লিখিত বিষয়টি ইঙ্গিতে কুরআনে আছে সহীহ সুন্নাতেও আছে। অনুরূপ রমজানের সিয়াম/রোযা তথা পঞ্চস্তম্ভ ফরয এগুলো সব কুরআন সহীহ সুন্নাহ ও উম্মাতের ইজমা আছে এ বিষয়ে সকলে একমত। অনুরূপ ভাবে পর্দা ফরয, যিনা হারাম, মদ হারাম এসব বিষয় ইজমা আছে। কিন্তু কিছু বিষয় আছে যে সব বিষয় এখতেলাফ আছে। ইজমার বিপরিদ হল ইখতিলাফা মতানক্য। যেমন তামাক, যেহেতু তামাক নামক মাদক রসুল [স:]-এর যুগে ছিলনা তাই কিছু উলামা এক মাকরুহ বলে আর অনেকে হারাম বলে। এটাই সহীহ কওল। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি রসুল [স:]-এর যুগে ছিল না তাই ইসতিমবাত করতে গিয়ে কেউ ভুল সিদ্ধান্তে পৌছেছেন কেউ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। এক্ষেত্রে উভয়ের নেকী আছে। অনুরূপ সলাতের পাঁচ ওয়াক্তে এখতেলাফ নাই কিন্তু তারমধ্যে কিছু জিনিস এমন আছে যাতে এখতেলাফ আছে যেমন, রফাইয়াদইন, আমীন যোরে বলা, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া ইত্যাদি। কিন্তু কিছু বিষয় এমন আছে যা কুরআনেও নাই সহীহ সুন্নাতেও নাই। অথচ আহলে হওয়া বিদআতিরা বলে এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে। যেমন চার মাযহাব মানা ফরয। অথচ ফরয হতে হলে তা কুরআন সুন্নাহতে থাকতে হবে। কিন্তু চার ইমামের নাম এবং তাদের মাযহাবের কথা কুরআনেও নাই হাদিসেও নাই। এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে আহেলে হাওয়া মাযহাবীরা বলে এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে। তারমানে কুরআন সুন্নাহর বিরুদ্ধে ইজমা হয়েছে। অথচ কুরআন বলে আল্লাহ আনুগত্য কর রসুল [স:]-এর আনুগত্য কর। আর বলা হয়েছে [উলিল আমর] অর্থাৎ বড়দের আনুগত্য কর। [নিসা ৫৯] এখান থেকে তারা বলতে চায় এর দ্বারা মাযহাবের ইমাম মান্য করা ফরয প্রমানিত হয়। তাদের নিকট প্রশ্ন হল আল্লাহ [সুব:] তো এখানে বহুবচন এখতেয়ার করেছেন। তাহলে আপনারা কেন নিদৃষ্ট করছেন একজন বড় [চারজন] ইমামকে মানার জন্য। এর দ্বারা সর্ব কালের সব রকম বড়দের বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারতো লক্ষ লক্ষ, হাজার হাজার আলেম ও নেতাদের বুঝায়। বাবা, প্রধানমন্ত্রী।

রাষ্ট্র প্রধান ইত্যাদি সকলেই উলিল আমার। যতক্ষন তারা কুরআন সুন্নাহ মুতাবেক বলবে ততক্ষন তাদের নির্দেশ মানতে হবে। সর্বপরি মাযহাব বা ইমাম মানা যে ফরয এ বিষয় ইজমা হয়নি তা তাদের আমল দ্বারাই প্রমানিত। কারন তারা চার মাযহাবের এক মাযহাবের এক মাযহাব মানে বাকী তিন মাযহাব মানে না। কারণ অন্য মাযহাবের আক্বীদা। আমলের সাথে ইজমা/ঐক্য নাই ইখতিলাফ/অনৈক্য আছে তাই মানে না। উপরন্ত তারা বলে চার মাযহাব ফরয এ বিষয় ইযমা হয়েছে তাহলে তারা কেন চার মাযহাব এক সঙ্গে মানেনা বাকী তিন ফরয ছেড়ে দেন, এটা কি স্ববিরোধী নয়? এগুলো সব ভিক্তিহীন কথা। তারা বলতে চায়মুসলিম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অন্য আর একটা লেবেল লাগাতে হবে। হয় হানাফী, নয় শাফেই, নয় হাম্বলী বা আ: হাদীস ইত্যাদি। এর পর যারা মাযহাবীদের মধ্যে পীরপন্থী তার বলে এর সঙ্গে তোমাকে আর একটা তরীকতের লেবেল লাগাতে হবে। যেমন চিশতিয়া, ছাবেরিয়, নকশবন্দীয়া, শাজলীয়া ইত্যাদি। তরীকতের যেমন, ফুরফুর, চরমুনা, ছারশিনা, চিশতিয়া, কাদেরিয়া যদি জিজ্ঞেস করা হয় দলীল কি? তখন বিদআতিরা বলে এ বিষয় উম্মাতের ইজমা হয়ে গেছে, এগুলো সব মিথ্যা কথা কারণ মহান আল্লাহ বলেন: "আর ঐ ব্রক্তির চেয়ে বড় যালেম কে যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। [সূরা হুদ, আয়াত-১১০:১৮]

ঈদের রাতের ফজীলত সংক্রান্ত জাল হাদিস

হুজুরে পাক [স:] বলেন, যে ব্যক্তি উভয় ঈদের রাত্রে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদতে লিপ্ত হয়, তাহার অন্তরের মৃত্যু নাই যে দিন সব অন্তরই মরিয়া যাইবে। [তাবলির্গি নিসাব, ফা: রমজান ৫৩১ পৃ:] হাদিসটি তাবলিগী নিসাবে জাকারিয়া সাহেব কোন উদ্ধৃতি ছাড়া বর্ণনা করেছেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি জাল হাদীস বর্ণনা করে রিখেছেন, ফকীহগনও ঈদের রাত্রে জাগ্রত থাকাকে সুন্নাত লিখিয়াছেন। অথচ তিনি যে দলীলের ভিক্তিতে রাত্র জাগরণ সুন্নাত লিখিয়াছেন এই দলীলটাই মিথ্যা ভিক্তিহীন। হাদিসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগন কি বলেছেন পাঠকগন লক্ষ্য করুন।

হাদিসটি বানোয়াট বা জাল:তাবারানী অন্য বর্ণনায় একই অর্থে কিছুটা ভিন্ন শব্দে যঈফ সুনানে ইবনু মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে। উভয় বর্ণনা জাল। প্রথম বর্ণনায় তার সানদে উমার ইবনু হারুন রয়েছে। তাকে অধিকাংশ ইমাম দুর্বল বলেছেন। ইবনু মঈন ও সালিহ জাযরাহ বলেন : তিনি মিথ্যুক। ইবনু যাওযীও অনুরূপ কথা বলেছেন। [বিস্তারিত দেখুন, সিলিলাহ যঈফাহ হা/৫২০। যঈফ হা, আ, ফা, আমল ৮৭২ পৃ:] দ্বিতীয় হাদিস সুননু ইবনু মাযাহ। হাদিসের সানাদে বাক্কিয়্যাহ তাদলীসের কারনে মন্দ ব্যাক্তি। কারণ তিনি মিথ্যুকদের মাধ্যমে নির্ভরযোগ ্যদের থেকে বর্ণনা করতেন। ..... বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলায়ে যঈফাহ হা/৫২১। শইখ আলবানী হাদিসটিকে জাল বলেছেন। [যঈফ হা, আ, ফা, আমল ৪৭২ পৃ:হা/১১২]।

চার রাত্রে জাগরণ সংক্রান্ত জাল হাদিস

হাদিসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পাঁচটি রাত এবাদতের নিমিত্ত জাগ্রত থাকে বেহেস্ত তার জন্য ওয়াজেব জিলহজ্বের আট, নয়, ও দশ তারিখ, ঈদুল ফেতের এবং শবেবরাত [তাবলীগী নিসাব ফাজায়েলে রমজান ৫৩১ পৃ:] হাদীসটি জনাব শাইখ জাকারিয়া সাণাদ বা শুত্র এবং মান ছাড়া বর্ণনা করেছেন আমরা কি ভাবে বুঝব হাদীসটি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ? তথাপিও এরকম একটি হাদিস আমরা পেয়েছি জাল হাদিস গ্রন্থে হাদিসটি নিম্নরূপ ঃ যে ব্যাক্তি চারটি রাত [ইবাদত করণার্থে] জাগরন করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হয়ে যাবে। তারবিয়ার রাত [জিল হজ্বের আট তারিখের রাত], আরা ফাহর রাত, কুরবানী দিবসের রাতএবং ঈদুল ফিতরের রাত। বানোয়াট বা জাল হাদিস: ইবনু নাসর আল-আমলী। এর সানাদে আব্দুর রহীম রয়েছে। ইবনু হাজার আসকালীনী বলেন: তিনি মাতরুক। ইয়াহইয়া বলেন: তিনি মিথ্যুক। ইমাম নাসাঈ বলেন: তিনি মাতরুক। এ ছাড়া সানাদে সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ

দর্বল। দেখুন [সিলসিলাহ যঈফা হা/৬২২ যঈফ, হা,আ,ফা, আমাল-৪৭২ পৃ: হা/১১৩]